

## উলঙ্গ সাধু !

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ধর্ম নিয়ে কারো সাথে অর্থহীন তর্কে জড়াবোনা। কিন্তু চোখের সামনে যদি কেউ উলঙ্গ হয়ে তার কেরামতি দেখাতে চায়, তাহলে চোখ থাকতে তো আর অন্ধের ভান করে বলতে পারিনা, ‘আমি কিছুই দেখিনি’। সম্প্রতি ই-ফোরামে রায়হান সাহেবের লেখার সূত্র ধরে বাধ্য হয়েই **Aidid Safar** লিখিত Hijacking of Islam এবং Saim Bakar এর লেখা ‘My journey from the Christianity of Ahlul Sunnah Wal Jamah to the Islam of the Prophet’ পড়তে হলো। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের চারটি বাদ দিয়ে, নামাজ, রোজা হজ্জ, জাকাত বিহীন অভিনব নতুন এক ধর্ম তারা আবিষ্কার করেছেন। Saim Bakar তাঁর লেখার সপ্তম অধ্যায়ে লিখেছেন ‘আয়েশা ও আলীর মধ্যকার জামাল-যুদ্ধ এবং আলী ও মুয়াবিয়া কর্তৃক সিফফীন-যুদ্ধের ঘটনা কোন কালেই ঘটেনি’। জামিলুল বাসার সাহেব ইতিহাস বিখ্যাত বদমায়েশ মনু ও কৃষ্ণকে মুহাম্মদের সমতুল্য করেছেন। এখন মুহাম্মদকে কি বলা যায়? মূর্খ লালন-শাহ ফকির আর বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন নাকি একই কথা। চল্লিশ ছিলিম গাঁজা সেবন করেও কোন মাতাল এমন সব কথা বলতে একবার চিন্তা করবে, সে কি বলছে। তারা সাহাবী ও ইমামগণকে অস্বীকার করে, তা-বত হাদীস সমূহকে বাতিল ঘোষণা দিয়ে, যুক্তি-তর্কের সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন এঁদের সাথে তর্ক করা আর বৃক্ষের সাথে কথা বলা একই কথা। তবুও বিবেকের তাড়নায় অন্যায়াভাবে ইতিহাস বিকৃতির ও মিথ্যা অপ-প্রচারের প্রতিবাদ করতেই হয়। রায়হান সাহেব যে সম্পূর্ণ কোরআন পড়েন নাই, তাঁর নিজের লেখাতেই এর প্রচুর প্রমাণ আছে। মুহাম্মদ কোরআনে বলেছেন ‘(২) তিনিই আল্লাহ, যিনি কিতাবদারী কাফেরদেরকে একত্রিত করে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। তোমরাতো ধারণাও করতে পারোনি যে তারা বেরিয়ে যাবে আর তারাও ভেবেছিল তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ এসেছিলেন এমন এক দিক থেকে যে তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তিনি তাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। তারা তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করেছিল নিজেদের হাতে ও মুসলমানদের হাতে। এতএব জ্ঞানী লোকজন, এ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। (৩) আল্লাহ যদি কাফেরদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না নিতেন তাহলে তিনি তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়ায় শান্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে আশুনের শান্তি। (৪) এ (আশুনের শান্তি) এ জন্যে যে তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে (কাফেরদের) খেজুরগাছ গুলো কেটেছো আর কিছু খেজুরগাছ কেটে শেকড়ের ওপর রেখে দিয়েছো, সে তো আল্লাহরই আদেশ, যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্চিত করতে পারেন। (৬) আর (কাফেরদের) যা কিছু সম্পদ আল্লাহ তাঁর রাসুলকে দান করেছেন, তা-তো তোমরা ঘোড়া বা উট দৌড়িয়ে যুদ্ধ করে লাভ করোনি, আল্লাহ তার রাসুলগণকে দখল দিয়ে থাকেন যার ওপর তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সব কিছুর ওপরে সর্ব-শক্তিমান। (সূরা আল-হাশর, আয়াত-২, ৩, ৪, ৫, ৬)

এখন এই ঘটনা কখন কাদের সাথে কেন ঘটেছিল? কেনইবা মুহাম্মদ আল্লাহর নামে কোরআনে তার সহযোগীদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন? তাঁর সহযোগীদের কেউ কি ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়ায় অপরাধবোধ করেছিল, এসব

কিছু জানতে হলে তথাকালীন ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস ও হাদীস ছাড়া কি কোন উপায় আছে? শতাব্দী যাবত একজায়গায় বসবাসকারী একটি গোত্রকে নারী পুরুষ শিশু সহ তাদের জন্মভূমি থেকে তাড়িয়ে দেয়া কি দুনিয়ার শান্তি নয়? আল্লাহ যে ডাকাত, লুটেরা, সন্ত্রাসী কোরআনই তার সাক্ষী। আসল কথা হলো কোরআনই হাদীস আর হাদীসই কোরআন, আল্লাহই মোহাম্মদ আর মোহাম্মদই আল্লাহ। কে বলেছে কোরআনে পাথর মেরে মানুষ হত্যার কথা নেই? মোহাম্মদের জীবদ্দশায় হজরত আবু মুসা (রাঃ) হজরত উবাই (রাঃ) এবং হজরত আয়েশা (রাঃ) নবীজীর সামনে সুরা আহজাবের ‘পাথর মেরে মানুষ হত্যার’ আয়াত বহু বার তেলাওত করেছেন। ‘Ahzab was identified as the sura originally containing the stoning verse, and, in addition to Ubayy and Abu Musa, Aisha report that Ahzab used to be recited in the life time of the Prophet, as having 200 verses, but when Othman wrote the mushafs (কোরআন) all they could find was its present length’.

(Itqan part 2, page 25)  
From John Burton.

কি ভাবে উধাও হলো আয়াতগুলো ! উপমা আমাদের চোখের সামনেই বিদ্যমান। বাংলাদেশে ৭৯ পরবর্তি সময়ে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষনের রেকর্ড শুনতে শুনতে মানুষের মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। পাঁচাত্তরে হঠাৎ করেই স্বাধীনতার ঘোষক সহ ঘোষণাও উধাও। সামরিক শাসকগন সেদিন যদি হজরত ওসমান কর্তৃক, সারা মুসলিম জাহানের সকল বেসরকারী কোরআন পুড়িয়ে ফেলার মত, বল প্রয়োগ করে, রাষ্ট্রীয় আইন করে মুক্তি-যুদ্ধের সকল ইতিহাস পুড়িয়ে ফেলে দিত, আজ বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা, বিশ্বাস করানোই মুশকিল হতো। শুধু সুরা আহজাব নয়, আরো অনেক সুরায় সংযোজন করা হয়েছে এমন কিছু কথা, যা মোহাম্মদ কোনদিন বলেননি, আবার কিছু আয়াত যা মোহাম্মদ একাধিক সাহাবীদের সামনে বলেছেন অথচ তা কোরআন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। হজরত ওসমানের কোরআন সংকলন কমিটিতে মোহাম্মদের অতি প্রিয়ভাজন হজরত আলী, তাঁর একনিষ্ঠ সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও নবীর শ্রেষ্ঠ কোরআন সম্পাদক ইবনে আবি-সারাহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কুফা ও বাসারার মুসলমানগণের পক্ষে বিকৃত কোরআন মেনে নিতে না পারাই, বিদ্রোহী মুসলিমদের হাতে ওসমানের নৃ-শংস ভাবে খুন হওয়ার অন্যতম কারণ।

রায়হান সাহেব বলেছেন ‘ দুর্বৃত্ত চরিত্রের একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে কি কোরআনের মত একটি মহা-গ্রন্থ লিখা আদৌ সম্ভব? ’ কথাটা ঠিক। মোহাম্মদ কোরআন লিখেন নাই, তিনি কপি করেছেন তাওরাত আর ইঞ্জীল কিতাব। কাশেম সাহেব ও আমার একাধিক লেখায় তার বর্ণনা মুক্ত-মনা ও ভিন্নমত ওয়েব সাইটে রাখা আছে।

এবার জামিলুল বাসার সাহেবকে দুটো কথা বলতে চাই। সাধু-সন্যাসী, ঋষি-যোগী, পীর-ফকির, বৈরাগী ভাব দেখে সব সময় ভেবেছি, কিছু বলার দরকার নেই, এরাতো বাপুরাম সাপুড়ের সেই সাপ, যে সাপের চোখ নেই নখ নেই, মারেনাকো কাটেনা। রায়হান সাহেবের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে, কামরান মির্জাকে যে

কেরামতি দেখালেন, সাধুর কাছ থেকে এমন ভাষা আশা করিনি। মোহাম্মদের জন্মের পূর্বে ‘আরবের পেগানগণ মায়ের সাথে ছেলে, মেয়ের সাথে পিতা সঙ্গম করতো’ কথাটা যদি মোহাম্মদ বলে থাকেন তাহলে তো মানতেই হয়। কিন্তু আপনি যে কামরান মির্জাকে বললেন ‘আপনারা আপনাদের মা’র কাছে যান, কি মেয়ের কাছে যান, বাপের সঙ্গে সম-মৈথুন করেন, তা কেউ দেখতে যায়না---- ঐ পশু স্ত্রীস্বভাবটি যার যার পরিবারের মধ্যেই সীমিত রাখুন’।

মনুর উম্মত তো, মুখে কিছুই আটকায়না। সাধু হে ! ভেলকিবাজী যত পারেন দেখান অসুবিধে নেই, কিন্তু লুঙ্গি ওপরে তুলে, বা ট্রাউজার খুলে কেরামতি দেখানোর দরকার নেই।

আকাশ মালিক

ইংল্যান্ড, ফেব্রুয়ারী ২০০৬।